R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭২শ বর্ষ. ৩৮ শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল
১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৭৲ সডাক

জঙ্গিপুর কলেজের নেপথ্য কাহিনী

(জঙ্গিপুর কলেজের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা সম্পর্কিত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। জনস্বার্থে সেগুলি আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করব। —সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ)

পুণ্য ভাগীরথী তীরে উচ্চতর বিদ্যাদানের জন্য জঙ্গিপুরবাসী বহু আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল জঙ্গিপুর কলেজ। এই কলেজেই প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে আসেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মনস্বী প্রয়াত ভবরঞ্জন দে। এই কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন শঙ্খ ঘোষ। আজ তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এখানে অধ্যাপনা করে গিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রগতিশীল নাট্যকার হিসাবে তিনি আজ সর্বজনপরিচিত।

তবে গোড়াতেই কিছু গলদ ছিল। তৎকালীন কলেজ গভর্ণিং বডির কিছু স্বার্থান্ধ স্থানীয় সদস্য নিজেদের অযোগ্য বা স্বল্প যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মীয়স্বজন ও পেটোয়া লোকদের কলেজে অধ্যাপক ও করণিক হিসাবে স্থান করে দেন। সংস্থের মধ্যে এইভাবে ভূত অনুপ্রবিষ্ট হয়। অযোগ্যতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অধ্যক্ষ ভবরঞ্জন দে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা বহন করে জঙ্গিপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভবরঞ্জন দের আমলই ছিল জঙ্গিপুর কলেজের স্বর্ণযুগ। তারপরই শুরু হয় অধঃপতন। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, শিক্ষাদানে অবহেলা, নিয়মিত ক্লাস না করা, ঘুষ, কলেজের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, বোমাবাজি, আগুন লাগানো, কলেজে তালা ঝুলানো—কিছু আর বাকী নাই। পড়াশোনা ছাড়া কলেজে সবকিছুই হয়।

দলীয় রাজনীতি আজ কলেজের সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অবাধ স্বেচ্ছাচারের পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। হাজারো স্বেচ্ছাচারী কাজকারবার চালিয়ে গিয়েও তাই কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্যরা বুক ফুলিয়ে চলতে পারেন। সম্প্রতি গত ২১ ডিসেম্বরের গভর্ণিং বডির সভায় তাই অন্যতম সদস্য বিষাণ গুপ্তের মুখের উপর বলা হয়—"ভোটের জোরে আমরা যা ইচ্ছা তাই করব। আপনি যা পারেন করুন।" এই "যা ইচ্ছা"টা কিন্তু বহুক্ষেত্রে জনস্বার্থবিরোধী ছাত্রস্বার্থবিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সদাচারের কথা না তোলাই ভাল। এই দলবাজীর ফলে দীর্ঘদিন থেকে কলেজে কোন অধ্যক্ষ নাই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু সদস্য ডামাডোলের রাজত্ব কায়েম রাখতে চান। তাহলে লুটেপুটে খাওয়ার ও কাজে ফাঁকি দেওয়ার অবাধ সুযোগ থাকে।

অধ্যাপক বাসুদেব চক্রবর্ত্তী ও অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে কলেজের ১নং ও ২নং হষ্টেলের সুপারইন্টেন্ডেন্ট। তাঁরা প্রায়ই হষ্টেলে অনুপস্থিত থাকেন, কলকাতা পাড়ি দেন। অথচ নিয়মিত এলাউন্স নিয়ে যাচ্ছেন। অধ্যাপক বিমলেন্দু দে কলকাতায় কলেজের মামলা তদ্বির করা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পাটের গুদামে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড ত্রিশ লক্ষ টাকার পাট পুড়ে ছাই

ধুলিয়ান : গত ৮ ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টার কিছু পরে স্থানীয় এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটির বন্ধ পাট গুদাম থেকে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। সাথে সাথে আশপাশ থেকে সকলে ছুটে আসেন কিন্তু ততক্ষণে আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বিবরণে জানা যায়, সোসাইটিতে ৭টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত সেদিনও যথারীতি পাট কেনা ও গুদামজাত হয়। এরপর অফিস বন্ধ করে কর্মীরা চলে যান। সে কারণেই আগুন লাগার সময় সেখানে কোন কর্মচারী ছিলেন না। ফরাক্কা ও বহরমপুর থেকে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে ও আগুন আয়ত্তে আনার সবরকম চেষ্টা চালায়। কিন্তু জলের অভাবে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সোসাইটির জনৈক মুখপাত্র জানান, গুদামে এ মরশুমে কেনা প্রায় আঠারো হাজার কুইন্ট্যাল পাটের মধ্যে দশ হাজার কুইন্ট্যাল পাট পুড়ে গিয়েছে। গুদামটিও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ত্রিশ লক্ষাধিক টাকা। বন্ধ ঘরে আগুন কেমন করে লাগলো তা কেউ বলতে পারছেন না। বিদ্যুতের গোলমালেও এ আগুন লাগতে পারে। (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

টি বি হাসপাতালের শিলান্যাসেও রাজনীতি

অরঙ্গাবাদ : বিড়ি শ্রমিকদের বহু প্রত্যাশিত টি, বি, হাসপাতালের শিলান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী পি, এ, সাংমা। গত ৮ ফেব্রুয়ারী সাজুর মোড়ে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মসূচী রূপায়ণ মন্ত্রী এ, বি, এ গণি খান চৌধুরী ও প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত টি, বি, হাসপাতালটি উদ্বোধনের জন্য ধুলিয়ানের তারাপুরে পনের বিঘা জমি সার্ভে করে পিলার প্রভৃতি পোঁতা ও শিলান্যাস উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। এবং এটা যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশিত ছিল তাও বুঝতে পারা যায় গণিখাঁর চৌধুরীর কুমারদীপ্তি সেনগুপ্তকে পাঠানো তারবার্তা থেকে। "50 beded hospital for beedi workers at Dhuliyan sanctioned by labour ministry in a joint meeting held between me and T. Anziah, union labour minister.

... ...

Foundation Stone will be (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

হেড-পোষ্ট অফিসের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন

রঘুনাথগঞ্জ : পনর লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত স্থানীয় হেড পোষ্ট অফিস ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান মহাসমারোহে হয়ে গেল গত ১০ ফেব্রুয়ারী। এই উপলক্ষে স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও ডাকবিভাগের অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা এবং মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সজ্জিত মঞ্চ থেকে রঘুনাথগঞ্জবাসীকে এই নবনির্মিত ভবনটি সুরক্ষা করার জন্য উপদেশ দিয়ে গেলেন। ডাকবিভাগের দ্রুত উন্নতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসাবে আগামী শতাব্দীতেও এটি চিহ্নিত হবে বলে তাঁরা দাবী করলেন।

স্থানীয় জনসাধারণকে কোন কথা বলার বা তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে কিছু জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। সভাশেষে আমাদের প্রতিনিধি পি-এম-জির সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে গত সংখ্যা 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত খোলা চিঠিটি তুলে দেন এবং স্থানীয় ডাকঘরের টেলিগ্রাম ও টেলিফোন লাইনের অব্যবস্থা এবং চিঠি যাতায়াতের অস্বাভাবিক দেরির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে মাঘ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

প্রশংসনীয় উদ্যোগ

কোন সৎকাজের প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাহাতে প্রত্যেক মানুষ আপন বিচারবুদ্ধি দিয়া বিবেচনা করিয়া অকুণ্ঠ সমর্থন যে জানাইবেন, তাহা সন্দেহাতীত। সৎকাজের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই জনকল্যাণমূলক বলিয়া সার্বিক জনসমর্থন লাভ করে এবং সেই কাজে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করিতে প্রত্যেকেই যথাসাধ্য চেষ্টিত হন।

রঘুনাথগঞ্জ শহরে বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক ছাত্রদের পড়াশুনার সমস্যার কথা আমরা আমাদের পত্রিকায় ইতিপূর্বে বলিয়াছি। অত্যন্ত আনন্দের কথা, জনসাধারণ সচেষ্ট হইয়াছেন, সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২রা ফেব্রুয়ারী এক জনসভায় বর্ত্তমান মাসের মাঝামাঝি নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালীন বিভাগে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভাতেই বিদ্যালয়টির 'রাজা রামমোহন রায় বিদ্যানিকেতন' নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিদ্যালয়ের সমস্যা এই শহরে অনেকদিন হইতে উপলব্ধ হয়। ইহার অর্থ এই নয় যে, এখানে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, তাহা নিম্নমানের। বরং তাহার বিপরীত। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রদের পড়াশুনা ও পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে প্রশংসার দাবী রাখে। তবে সমস্যা কীসের? সমস্যা বিদ্যালয় গৃহের। বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বহু চেষ্টায় নিজ মাটিতে তিনখানি ঘর তৈয়ারী করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল নিজ মাটিতে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় (দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত) ভবন নির্মাণ করিবার। কোনও সংস্থা হইতে অর্থানুকূল্য পাওয়া গেল না বলিয়া সে পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। অথচ এখানে ছেলেদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারা গেল না, তাহা বিষম পরিতাপের বিষয়। উল্লেখিত বিদ্যালয়ে পঞ্চম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হইয়াছে। তাহার উপর ছাত্র সংখ্যা বাড়াইবার সরকারী অনুমতি পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই বৎসর ছাত্র ভর্ত্তি খুবই সীমিত হইয়াছে এবং এখানে পড়িতে ইচ্ছুক এমন বাহিরের ভাল ছেলেদেরও হতাশ করিতে হইয়াছে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই।

গত ২রা ফেব্রুয়ারীর জনসভায় এখানে আর একটি বিদ্যালয় চালু করিবার যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইহাই তাহার পরিপ্রেক্ষিত।

সে যাহা হউক আমরা জনসাধারণের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দিতেছি। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের শুভ কামনা করিতেছি। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান হোতা যে মহান বিপ্লবীর নামানুসারে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হইয়াছে তাহাতে বড় আশার কথা এই যে, এই বিদ্যালয় সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবে। যাঁহারা এই বিদ্যালয় চালু করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আমাদের পক্ষ হইতে সাধ্যমত সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

জঙ্গিপুর কলেজে অচলাবস্থা

জঙ্গিপুর গত ৭ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্র সংসদের কর্মকর্ত্তা নির্বাচন নিয়ে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রকাশ উক্ত দিন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রায় অর্দ্ধেক নির্বাচিত ছাত্রের অনুপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র পাঁচ/দশ মিনিটের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। উক্ত অধ্যাপক নিজেই নাকি সেদিন ১১টা ৫ মিনিটে সভাকক্ষে ঢোকেন। ১১টার সময় সভার কার্য নির্দিষ্ট ছিল। অপর পক্ষের ছাত্ররা সভাকক্ষে প্রবেশ করেন প্রায় ১০/১২ মিনিট দেরীতে। তাঁরা বিক্ষোভ জানাতে থাকেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনের বিরুদ্ধে। সভার কাজে বাকি নির্বাচিত প্রায় অধিকাংশকে অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে চলতে থাকে ঘেরাও! বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের প্রশ্ন, তাঁরা মাত্র পাঁচ দশ মিনিট পরে এসেছিলেন, এরই মধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক তাঁর হিসাবমত উপস্থিত ৫৭ (মোট সদস্য ১১৩) জনের উপস্থিতি স্বাক্ষর সংগ্রহের পর প্রস্তাব সমর্থন, ইত্যাদি বিধি অনুসরণ করে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন সম্পূর্ণ করলেন কী করে? তবে কি লিখিত সিদ্ধান্ত তিনি আগে থেকেই তৈরী করে এনেছিলেন? সন্দেহ দানা বাঁধে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যে। একদল ছাত্র এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। সুরু হয় মারপিট। প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন ছাত্র বহিরাগত জনৈকের ছুরিতে আহত হন বলে শোনা যায়। মারামারি ছড়িয়ে পড়ে কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে শহরেও। এদিকে ঘেরাও চলছে। শেষ পর্যন্ত রাত ১১টা নাগাদ পুলিশবাহিনী এসে উক্ত অধ্যাপককে ঘেরাও মুক্ত করেন। কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়!

আজ ১২ ফেব্রুয়ারী অচলাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে এক সভা ডাকা হয়। এতে যোগ দিয়েছিলেন, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি। কিন্তু ছাত্র বিরোধের মীমাংসা হয়নি। শোনা যাচ্ছে, উপযুক্ত তৃতীয় পক্ষের শরনাপন্ন না হলে নিস্পত্তি হবে না।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন সাধু প্রহৃত

ধুলিয়ান : গত ১০ ফেব্রুয়ারী ৪-৩০ মিঃ নাগাদ দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন ধর্ম প্রচারক সাধু দয়াসাগরজী গণপুর থেকে পদব্রজে ধুলিয়ান যাবার পথে প্রহৃত হন। সাধু মহারাজ ৩১ ডিসেম্বর থেকে ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে পদব্রজে ধর্ম প্রচার করার পথে রঘুনাথগঞ্জে আসেন। সেখান থেকে গণকর মির্জাপুর ঘুরে তিনি ধুলিয়ানে ফিরে যাবার পথে কিছু লোকের হাতে রঘুনন্দনপুর গ্রামের কাছে প্রহৃত হন। তাঁর সঙ্গীসাথীদের কেউ কেউ ও চন্দ্রকান্তা জৈন ও কুসুম দেবী নামে দুজন মহিলাও লাঞ্ছিত হন বলে জানা যায়। দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাধুরা 'পানিপাত্র দিগম্বর' অর্থাৎ তাঁরা দেহে যেমন বস্ত্র রাখেন না তেমনি কোন আসবাবপত্রও ব্যবহার করেন না। তাঁরা করপাত্রে সারাদিন রাতে একমাত্র আহার ও পানীয় গ্রহণ করেন। কখনও প্রচার ভ্রমণে কোন যানবাহন ব্যবহার করেন না, পদ-

(জের তৃতীয় পৃষ্ঠায়)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে আমাদের স্থানীয় গফুরপুর বরজে দীর্ঘদিনের যে ব্যবসাদি ছিল (কাপড়ের) তাহা নতুন ভাবে পক্ষগণের মধ্যে গত ৪/২/৮৬ তারিখে গ্রাম্য সালিসগণের মাধ্যমে এবং সালিসগণের বিচারের ফলে আখাগুলি বা লটারির মাধ্যমে আমরা তিনজনে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নলিখিত জমির উপরিস্থিত ঘর দখল লইয়া নিজ নিজ ব্যবসায় ব্যবসাদি শুরু করিয়াছি। এই আনন্দ সংবাদ সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল।

দোকান ঘর—১ম পক্ষ হাজী আব্দুল মজীদ খতি নং—১২৮০ পরিমাণ দাগ নং—১৬৭৪ পরিমাণ ½ শতক। ২য় পক্ষ হাজী আব্দুর হোসেন খতিয়ান নং—১৪১৯ দাগ নং—১৮৪২ ৩য় পক্ষ নুরুল ইসলাম, পিতা আবদুল বারি খতিয়ান নং—৩৬ দাগ নং ১৬৫০ পরিমাণ ⅓ শতক।

বর্ত্তমান মুল্য—৪৫,০০০—৬০,০০০—১,০০,০০০। তিন দোকান ঘরের বর্ত্তমান মুল্য ২,০৫,০০০ দুই লক্ষ পাঁচ হাজার মাত্র। প্রত্যেকটির মুল্য শালিসিগণের বিবেচনায় গড়ে ৬৮,০০০ নিরুপণ করা হইয়াছে। ইহা তিন পক্ষগণ সমর্থন করিয়াছে।

ABRIDGED TENDER NOTICE NO. 7 OF 1985 86
IN RESPECT OF GANGA ANTI EROSION DIVISION
P.O. RAGHUNATHGANJ, Dist. MURSHIDABAD

Sealed tenders are invited in W. B. F, No. 2911 (ii) from the enlisted Class—I contractors of I & W. D. and bonafide outside contractors for the works noted below by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O Raghunathganj. Dist. Murshidabad. The names of the works, estimated costs & earnest moneys are :—

1) Remodelling & improvement of the revetment work in between the Spurs 3 & 4 at Aurangabad reach : Rs, 3,46,603/—, Rs, 6,932/—

2) Remodelling & improvement of the revetment work at Dariapur, Reach I,
Rs, 4,60,788/—, Rs, 9.216/—
Do Do Reach—II,
Rs, 4,39,388/—, Rs, 8,788/—

Other particulars may be had from the office of the undersigned on any working day upto 4 P, M, The last date of application for purchasing tender form is 28/2/86 upto 1 P, M, The last date of receipt of tender is 5/3/86 upto 3 P, M,

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.
30/1/86

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ মুর্শিদাবাদ

বামফ্রন্টের বাংলা বনধ

রঘুনাথগঞ্জ : বাজেটের পূর্বে হঠাৎ পেট্রোলজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামফ্রন্টের ডাকা বাংলা বনধ গত ১১ ফেব্রুয়ারী পালিত হয়। যানবাহন, দোকানপাট, সরকারী দপ্তর বন্ধ ছিল। কয়েকটি শ্লোগান মুখর মিছিল শহরের রাস্তায় দেখা যায়। কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর আমরা পাইনি।

পরলোকে শিক্ষাবিদ

জঙ্গিপুর : গত ১১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কালিপদ ঘোষ দস্তিদার ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। জঙ্গিপুর কলেজের প্রায় শুরু থেকে দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৯৭৫ সালে তিনি অবসর নেন। তার আগে অধুনা বাংলা-দেশের চাখার কলেজে এবং পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। সদালাপী, দৃঢ়চেতা এই আদর্শ শিক্ষাব্রতী তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রী সহকর্মী এবং স্থানীয় মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। আমরা তাঁর অত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিষ্ণু সরস্বতী ১৮৯৮ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিন জঙ্গিপুরের ছোট কালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'লীলাসঙ্গী', 'পুণর্বা' 'বিরহিমাধব' প্রভৃতি বৈষ্ণবকাব্য দেশের সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে অভিনন্দিত হয়েছে। যীশুখৃষ্টের উপর লেখা তাঁর কাব্য 'রক্তকমল' আমেরিকায় অনুদিত হয়েছে। হজরত মহম্মদ ও তাঁর পর্ষদদের উপর লেখা তাঁর কাব্য 'নবসূর্য' বাংলা সাহিত্যে নবীজীবনের উপর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সরস্বতী কবিকে শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যদিনে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

বাস্তু জমি বিক্রয়

গাড়লিপাড়ার সমিতির নূতন কেনা জায়গার সামনে এক কাঠা মাটি ফেলা জায়গা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় হইবে। রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে কুণ্ডুর ঘুঁটের আড়তে সকালে খোঁজ করুন।

দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন সাধু প্রহৃত

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার জের)

ব্রজেই পথ পরিক্রমা করেন। তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র অহিংসা অর্থাৎ 'জিও আউর জিনে দো'। যারা তাঁদের এই মহান ত্যাগের মহিমা বুঝতে অক্ষম সেইরূপ কিছু লোক তাঁর উলঙ্গতা দেখে বিরূপ মন্তব্য করে ও প্রহার করতে সাহস পায়। এই ঘটনা থানায় জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যান্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ধুলিয়ানের শান্তিপ্রিয় মানুষেরা এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ এবং তারা দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দাবী করেন।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—টিভি সারভিসিং করা হয়।

জঙ্গিপুর কলেজের নেপথ্য কাহিনী

(১ম পৃষ্ঠার জের)

ও অন্যান্য অফিসের কাজকর্ম দেখার অজুহাতে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। তাঁকে প্রায়ই বহরমপুরে দেখা যায়। সেখানে তাঁর বাড়ী। অধ্যাপক মানবকুমার দে ও স্বপন মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝেই বাড়ী যান। অধ্যাপক জয়কৃষ্ণ শুকুলের নিয়মিত ক্লাস করার অভ্যাস নাই।

গভর্ণিংবডির ক্ষমতাশালী সদস্য করনিক কানাই সিংহের তো সাতখুন মাপ। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাঁকে কলেজে নিয়মিত কোন কাজকর্ম না করেই বেতন নিতে দেখা যাচ্ছে। কলেজের পক্ষ থেকে মামলা তদ্বির করার দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। এই বাবদ সমস্ত ব্যয় 'ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড' থেকে দরাজ হাতে খরচ করা হয়।

কলেজ অফিসে দুর্নীতির ঘুঘুরা বাসা বেঁধেছে। তাই কোন কেনাকাটা আজ সোজা রাস্তায় হয় না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের কাছে টেণ্ডার না চেয়ে বিশেষ একজনের উপরই সমস্ত অনুগ্রহ বর্ষণ করা হয়। তাই বইপত্র, খেলার জিনিষ, ষ্টেশনারী, ষ্টিল ফার্ণিচার, ল্যাবরেটারির জিনিষ, ছাপানোর কাজের অর্ডার সবকিছুই একজনকে দেওয়া হয়। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে। যথা 'সিনহা সায়েন্টিফিক্', 'এ, কে, সিনহা এণ্ড সন্স', 'রঘুনাথগঞ্জ ষ্টিল ফার্ণিচার', 'ছাত্রকল্যাণ ষ্টোর্স'। এর মধ্যে দুটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান। তাদের অস্তিত্ব একমাত্র লেটার প্যাড ও রবার ষ্ট্যাম্প। কলেজের প্রধান করণিককে প্রায়ই এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনুগ্রহভাজন কর্ণধারের সঙ্গে আসর জমাতে দেখা যায়। দু'তিনজন অধ্যাপকও এসব আসরে যোগ দেন। বুঝ সাধু যে জান সন্ধান। (চলবে)

পাটের গুদামে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ড

(১ম পৃষ্ঠার জের)

কিন্তু স্থানীয় পাটচাষীরা মনে করছেন এ আগুন রহস্যজনক। তাঁদের অভিযোগ সোসাইটির পরিচালন ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তাঁরা বারবার ক'রেছেন. কিন্তু কোন ফল হয়নি। এবার এ অঞ্চলে পাটের উৎপাদন হয়েছে আশাতিরিক্ত। কিন্তু সোসাইটির কর্মকর্ত্তারা ফড়েদের মাধ্যম ছাড়া পাট কেনেননি এ অভিযোগও পাটচাষীদের। সামসেরগঞ্জ ব্লকের কোঃ-অপঃ ইন্সপেক্টর এই সোসাইটির একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত আছেন। কিন্তু তিনি মাসের পর মাস বেতন, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়া সত্বেও এখানে থাকেন না বা অফিসে যান না। ফলে সোসাইটি কর্মকর্ত্তারা নিজেদের খেয়ালমতো কাজ চালিয়েছেন। স্থানীয় মানুষের কথা—সোসাইটির ষ্টকের গোলমাল ঢাকতে এই কৌশল অবলম্বন করে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। নাহলে দিনের বেলায় অফিস বন্ধ হবার পরে পরেই এই আগুন এলো কোথা থেকে? শোনা যাচ্ছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সোসাইটিতে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিষপত্র চুরি যাবার এক ঘটনা ঘটে। কিন্তু তা কাউকে না জানিয়ে চেপে দেওয়া হয়। কোন তদন্তও নাকি করতে দেওয়া হয়নি। স্থানীয় জনগণের দাবী—এই সোসাইটি সম্বন্ধেও অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে প্রশাসনিক তদন্ত করা হোক এবং দুর্নীতি উচ্ছেদ করা হোক।

হাসপাতালের শিলান্যাসেও রাজনীতি

(১ম পাতার পর)

laid in a function at Dhuliyan in the first week of February 1986. Arrange in advance for the fanction and to welcome Sri T, Anzish accordingly".

কিন্তু হঠাৎ ৭ ফেব্রুয়ারী রাত্রে শ্রীগণি খাঁন চৌধুরী তারাপুর থেকে সবকিছু উঠিয়ে নিয়ে এসে সাজুর মোড়ে হাসপাতালের শিলান্যাসের ব্যবস্থা করেন। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা চেয়েছিলেন তারাপুরেই হাসপাতালটি হোক। কিন্তু সাজুর মোড়ে শিলান্যাস হওয়ায় তারা সকলেই অসন্তুষ্ট। শোনা যাচ্ছে, বর্ত্তমান এম, এল, এ হুমায়ুন রেজার প্রভাবেই নাকি এই স্থান পরিবর্ত্তন হলো। কংগ্রেসের মধ্যে ঐ অঞ্চলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল বলে শোনা যাচ্ছে। হুমায়ুন রেজার গোষ্ঠীর প্রতি গণিখাঁন চৌধুরীর স্নেহদৃষ্টি থাকায় তাঁর দাবীই প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টিল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টিল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টিল চেয়ার ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর, ঘোড়শালা. মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা –
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন— ১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট—
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ. মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা : নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন - ৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।